সমালোচক মোহিতলাল সম্বন্ধে একটা আগ্রহ মনে মনে ছিল বটে কিন্তু অতি সন্দর্ভ রচনার ব্যাপারটা ঘটে গেল প্রায় কাকতালীয় আকস্মিকতায়। যখন কলেজে তাঁর কবিতা পড়ি আর বাধ্য হয়ে তাঁর কোন কোন গদ্যরচনা পড়তে হয় তখন থেকে তাঁকে সমীহ করি। তাঁর গভীর তত্ত্ব, জটিল বাগবিন্যাস এবং আমার পক্ষে অধৃষ্য-প্রায় তাঁর প্রতিপাদ্য সবই কিছু দূরত্ব রচনা করেছিল। তারপর তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে তদানীন্তন বিভাগীয় প্রধান শ্রীমতী গার্গী দত্ত এবং অতিথি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্তের কথায় মোহিতলালের সমালোচনা বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করি। সেই সূত্রে মোহিতলালের সমালোচনা বিষয়ে গবেষণা করবার কথা প্রায় আকস্মিক ভাবে আমার মনে আসে।

তখন মোহিতলাল সম্বন্ধে যা কিছু বই ছিল সবই তাঁর কবিতা ও কবিত্ব বিষয়ে লেখা। গদ্য রচনা সম্বন্ধে নিতান্ত খণ্ডিত কিছু ধারণা কোন কোন বই-এ ছিল। সবচেয়ে মুশকিল ছিল তাঁর সমালোচনা সম্বন্ধে একটি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ ধারণা গড়ে তোলবার মত কোন তথ্য পাবার। অথচ মোহিতলালের কবিতার মত তাঁর সমালোচনাগুলিও বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। তাঁর সে গদ্য লেখা গুলির আলোচনা বিশেষ কিছু হয়নি। যে কোন কারণেই হোক তাঁর রচনা সম্বন্ধে কিছু অমনোযোগ ঘটেছে। একদিকে যাঁরা বামপন্থী সমালোচক গবেষক তাঁরা মোহিতলালের প্রতি সহমর্মিতা বোধ করেন নি, অন্যদিকে যাঁরা এ্যাকাডেমিক আলোচক তাঁরাও মোহিতলালের যথাযোগ্য মূল্যায়ন করেন নি। অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বাংলা সমালোচনা পরিচয় গ্রন্থে তাঁর সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা তাঁর সমস্ত ইতিবাচক কৃতিত্বকেই কুণ্ঠিত করে। অথচ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মোহিতলালের বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর সম্বন্ধে যে প্রশস্তি করেছিলেন তা অবিস্মরণীয়। তিনি নিজে তাঁর এবং মোহিতলালের বঙ্কিম সমালোচনার তুলনা করে যে বই লিখেছিলেন তা ছাপা হলে উভয়ের তুলনামূলক বিচারের অনেক ধারণা পাওয়া যেতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। অন্যদিকে মোহিতলালের অনুগামীরাও এ বিষয়ে বেশি কিছু লেখেন নি। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত তাঁর সম্পাদিত মোহিতলালের পত্রগুচ্ছের ভূমিকায় এবং আরও দু একটি প্রবন্ধে কিছু মূল্যবান আলোচনা করেছেন ঠিকই কিন্তু সেও সমালোচক মোহিতলালের আলোচনা নয়। শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার 'সাহিত্যকথা' গ্রন্থের ভূমিকায় যে সপ্রশংস মনোভাব ব্যক্ত করেছেন একটি প্রবন্ধ লিখে তা দেখালে আমাদের অনেক উপকার হতো। তা তিনি করেননি।

এই সব কারণে মনে হয়েছিল সমালোচক হিসেবে মোহিতলালের পরিচয় ও কৃতিত্ব আলোচনা করবার প্রয়োজন আছে। অন্তত তাঁর সম্মুখে এ নীরবতা খন্ডিত হওয়া দরকার। এইরকম একটা ধারণা নিয়ে আমি মোহিতলালের আলোচনা করবার কাজে নেমে প্রথম তথ্য সংগ্রহের অসুবিধা বোধ করি। বিশেষ করে তাঁর সম্মুখে জানবার পক্ষে কোন উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব এখনও পূরণ করা হয় নি। এমন কি তাঁর জীবনী সম্মুখেও খুব ছাড়া ছাড়া কিছু তথ্য পাওয়া যায়। জীবনী রচনা আমার উদ্দেশ্যও নয় কিন্তু জীবনী থেকে জানা যেতে পারত যুগের ও কবি মনের নানা ঘাত প্রতিঘাত সংঘাতের কথা, যুগজীবন আর কবির পারস্পরিক অবস্থানের সম্পর্ক। মোহিতলাল বঙ্কিম প্রসঙ্গে বলেছিলেন বঙ্কিমের রচনাবলীই তাঁর আত্মজীবনী — একথা মোহিতলাল সম্পর্কেও প্রযোজ্য। মোহিতলালকে বাইরের দিক থেকে জানবার কাজে আমার পক্ষে সহায়ক হয়েছে 'শনিবারের চিঠি'র মোহিতলাল স্মরণ সংখ্যা, সজনীকান্তের আত্মস্মৃতি, ভবতোষ দত্ত এবং আজহার উদ্দীন খান সম্পাদিত তাঁর পত্রগুচ্ছ, অলোক রায় সম্পাদিত 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর পত্রাবলী আর তাঁর গ্রন্থাবলী।

আমার বর্তমান প্রবন্ধটির দ্বিবিধ উদ্দেশ্যের কথা এখানে বলে রাখি। আমি মোহিতলালের সাহিত্যতত্ত্ব-সমালোচনাদর্শ এবং তার বাস্তব প্রয়োগ এই দুটি দিক থেকে মোহিতলালের সমালোচক সত্তাকে দেখতে চেয়েছি। প্রয়োগমূলক সমালোচনার পরিধিগত বিস্তার ও বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখে আমি মাত্র মধুসূদন ও বঙ্কিম চন্দ্র বিষয়ে তাঁর সমালোচনাকে এই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করেছি। সমালোচনা বিষয়ে তাঁর লেখার মধ্যে নিশ্চয় অনেক মূল্যবান ধারণা আছে কিন্তু কখনও কখনও তা যেন খুব স্পষ্ট হয়নি। অনেক কথা যেন লেখার জোরে আর লেখকের conviction - এর শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর কালের ইতিহাস তাঁর সময়কার সাময়িক পত্রের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা অন্যদের সাহিত্যালোচনার বিবরণী সংগ্রহ করে যদি তাঁর সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধের পূর্ব ও উত্তরসূত্র রচনা করতে পারতাম তাহলে একভাবে তাঁর মত মানুষের মন, সমাজ আর রচনার একটা সম্পর্কে বুঝতে পারা যেতো। তা পারিনি দুটি কারণে। প্রথমত সেরকম করে সমালোচনাকে দেখাটাই আমাদের সাহিত্য সংস্কারের মধ্যে নেই বলে। তাছাড়া

আমার এই পরিকল্পনাটির প্রকৃত কোন গ্রহণযোগ্যতা ছিল কিনা বুঝে উঠতে পারিনি। হয়তো এমন হতে পারতো এইভাবে সমালোচক সমুখে বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। তা আমার পক্ষে নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক হতো। বিশেষত অভিসন্দর্ভ রচনাকারের পক্ষে নিজের নানা সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখতে হয়। সেজন্য তাঁর লেখাকেই সম্পূর্ণ Text হিসেবে পড়ে একটা অর্থ বুঝতে চেষ্টা করেছি।

এই অভিসন্দর্ভটি আমি বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশুকুমার সিকদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রচনা করেছি। তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয় না পেলে আমার মত তর্ক-প্রবণ প্রতিভাবানের পক্ষে দুছত্রও গড়ে তোলা অসম্ভব ছিল। তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আমার রচনাটির জন্য অধ্যাপক শিবচন্দ্র লাহিড়ীর নিত্য কৌতূহল আর দেরীর জন্য সমর্থনসূচক প্রশ্রয় বিপরীত দিক থেকে অনেকটা সাহায্য করেছে। বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ড॰প্রণয় কুমার কুণ্ডু এবং বিভাগের অন্যান্য সহকর্মী অধ্যাপকেরা সকলেই নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। ইংরেজি বিভাগের শ্রীযুক্ত বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ রায়ের কাছে বহু সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী। লেখাটিতে 'বঙ্কিম' বানানটিকে প্রথমদিকে 'বংকিম' আকারে ছাপাতে হলো নিতান্ত যান্ত্রিক কারণে। যদি মোহিতলালের সমালোচনা সমুখে একটুও ধারণাও - পন্ডিতগণের বিচারে - আমার হয়ে থাকে তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করব।